দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১৩

তবে কি পরীক্ষাই তুলে দিতে হবে?

ভাবছিলাম, বাংলাদেশ থেকে পরীক্ষার সিস্টেমই তুলে দিলে কেমন হয়? ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-কলেজে ভর্তি হবে, আসবে যাবে, ফূর্তিফার্তা করবে এবং বছর শেষে 'পাসের' সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। তাহলে সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।

কথাগুলো মনে হল গতকালের সংবাদপত্রে একটি খবর পড়ে। এইচএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্ররা হৈ-হাঙ্গামা করেছে, গাড়ি ভাংচুর করেছে।

এর আগে স্কুলের ছাত্ররা প্রশ্নব্যাংক নিয়ে দেশের সকল শহরে গাড়ি ভাংচুর করার কাজে লিপ্ত হয়েছিল। সুখের বিষয়, প্রশ্নব্যাংকের ব্যাপারে সরকার তাদের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন— প্রশ্নব্যাংক কার্যত তুলে দেয়া হচ্ছে। যিনি এই প্রশ্নব্যাংক চালু করেছিলেন তিনি দেশের অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছেন।

এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি! ছাত্ররাই ঠিক করবে কি পড়ানো হবে এবং ছাত্ররাই ঠিক করবে পরীক্ষায় কেমন প্রশ্ন আসবে। এমনিতেই 'কমন ফেলে' প্রশ্নপত্র ফাঁস করে, নকল করে, পরীক্ষা নামক বৈতরণী পার হওয়ার পাক্কা ব্যবস্থা করে নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা এক ধরনের প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তার ওপর আবার আবদার, প্রশ্নব্যাংক থাকতে হবে, সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্র হলে চলবে না। পরীক্ষায় কি প্রশ্ন আসবে তাও কি পরীক্ষার্থীরা ঠিক করে দেবে?

মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইলের দেশ। কিছুদিন আগেও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে এক বোর্ড ছিল, এক বই ছিল এক প্রশ্নপত্র ছিল। ভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দাবী আসলে সহজে, ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দাবী। আমরা মনে করি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যায়ে ভিন্নতা আসতে পারে— কিন্তু এর নিম্ন পর্যায়ে নয়।

আমরা জেনে খুশী যে এইচএসসি পর্যায়ে চার বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ দৃঢ় আছেন। শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের খেয়াল-খুশীর সামনে মাথা নত করলে শিক্ষার সর্বনাশ সাধিত হবে। এমনিতেই চারটি বোর্ড গঠন করায় শিক্ষার মানে হেরফের ঘটছে।

ছাত্রছাত্রীরাও তাদের পছন্দসই প্রশ্নপত্রের দাবীতে গাড়ি ভাংচুর করছে। তারা বড়দের কাছ থেকে ভাল শিক্ষাই গ্রহণ করছে। রাজনৈতিক দলগুলোই যখন 'দাবী' আদায়ের জন্য রাজপথে তান্ডব চালাচ্ছেন, তখন বাচ্চারা আর কি করবে?

তবে এই বিষয়ের ফল জাতিকে সমানভাবে গলাধকরণ করতে হবে। শিক্ষার মান দিনকে দিন পড়ে যাচ্ছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলেও স্কুল-কলেজে যতটা লেখাপড়া হত, তার সিকিভাগও এখন হচ্ছে না। ছেলেমেয়েরা সস্তায় পাসের সার্টিফিকেট নিয়ে আবার কোচিং সেন্টারে গিয়ে ইংরেজী শিখছে। তাদেরও বোঝা উচিত।

আহমদ হোসেন
ফকিরাপুল, ঢাকা